কোচবিহার রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বর্ত্তমান ভূপতি

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে

তদীয় অনুমত্যনুসারে

বিতরিত।

কোচবিহার।

রাজকীয় যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্তবাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত। রাজশক ৩৭৪, বঙ্গাব্দ ১২৯০,

খৃষ্টাব্দ ১৮৮৩, ৮ই নবেম্বর।

কোচবিহারের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

রাজ্য কোচবিহারের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্নস্থিত ব্রিটিষাধিকৃত ভোটান্ত প্রদেশ; পূর্ব্ব সীমা আসামান্তর্গত ধুবড়ী জেলা; দক্ষিণ সীমা রঙ্গপুর; এবং পশ্চিম সীমা জলপাইগুড়ী। এই রাজ্য ২৫°, ৫৭', ৪০", এবং ২৬°, ৩২', ৩০" উত্তর অক্ষাংশে সংস্থিত; পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৮°, ৪৭', ৪০" হইতে ৮৯°, ৫৪', ৩৫" পর্য্যন্ত। ইহার ভূমি পরিমাণ ১২০৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৬০২৬২৪; তন্মধ্যে ৩১১৬৭৮ পুরুষ ও ২৯০৯৪৬ স্ত্রীলোক। রাজস্ব প্রায় ১৪০০০০০ টাকা। রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ এখনও পতিতাবস্থায় আছে; কেবল তিন অংশের দুই অংশ মাত্র কর্ষিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

কোচবিহার রাজ্যের আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত আলম্বিত অলাবু সদৃশ। ইহা একটী সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র; ইহার মধ্যে কোন পর্ব্বত বা প্রস্তরময় উচ্চ ভূমি নাই। গগণস্পর্শী তুষারাবৃত হিমাচল পর্ব্বত-শ্রেণী এই রাজ্যের উত্তরে বিরাজমান, সুতরাং এখানে পর্ব্বত নিঃসৃত বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদ নদীর অভাব নাই। রাজ্যান্তর্গত ভূমি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ক্রমে নিম্ন হওয়াতে প্রখর গতি নদ নদী সমূহ পূর্ব্ব দক্ষিণা-ভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষুদ্র নদ নদীই কার্ত্তিক হইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ছয় মাস কাল প্রায় শুষ্কাবস্থায় থাকে। বৈশাখের শেষভাগ হইতে হিমালয়ের

অত্যুচ্চ শৃঙ্গরাজী ঘন নীল নীরদ-মালায় পরিবেষ্টিত হইতে থাকে। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতিত হয়, এবং নদ নদী সকল নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া মহা বেগে ধাবিত হইয়া থাকে; তখন বালুকা মিশ্রিত ভূমিভাগ সরস হইয়া উঠে, ও নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জে সমুদয় প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে।

কোচবিহারের ভূমি শস্য শালিনী ও উর্ব্বরা। মৃত্তিকা বালুকা মিশ্রিত বশতঃ কঠিন নহে, সুতরাং কর্ষণ কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে নানা বিধ ধান্য, কোষ্টা, সর্ষপ, ও অত্যুৎকৃষ্ট নানা জাতীয় তামাকু প্রধান। কোচবিহারের তামাকু বহুল পরিমাণে নারায়ণগঞ্জে প্রেরিত হইয়া থাকে; তথা হইতে মঘেরা আপন দেশে লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কোচবিহার হইতে তামাকু ও কোষ্টা

অধিক পরিমাণে মারোআড়ী ও অন্যান্য মহাজন কর্ত্তৃক অন্যত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।

নদ ও নদী।

কোচবিহারে ক্ষুদ্র নদ নদীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; তন্মধ্যে ছয়টী মাত্র প্রধান; যথা:— (১) ত্রিস্রোতা (তিস্তা), (২) সিঙ্গিমারী, (৩) কালজানী, (৪) তোরসা বা ধল্লা, (৫) গদাধর, এবং (৬) রায়ডাক। এই ছয়টী নদীতে বৎসরের সকল সময়েই নৌকা গমনাগমন করিতে পারে।

১। তিস্তা নদী তিব্বৎ দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১৫৬।। ক্রোশ; তন্মধ্যে তিব্বৎ দেশে ১০ ক্রোশ; সিকিমে ৪৮।। ক্রোশ; সিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ৫ ক্রোশ, ভুটান ও দারজিলিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ১০ ক্রোশ; ভুটান

ও জলপাইগুড়িতে ২২॥ ক্রোশ; অত্র রাজ্যে ৪ ক্রোশ; ও রঙ্গপুর জেলায় ৫৫ ক্রোশ। বর্ষার প্রারম্ভে ইহার বেগের পরিসীমা থাকেনা। নদীর গর্ভ প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ, ও জল অত্যন্ত পরিষ্কার ও শীতল।

২। সিঙ্গিমারী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিশ্রিত হইয়াছে। এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই নদীর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে: যথা,—মুজনাই, ডানকানা, জলধাক্কা ও মানসাই।

৩। তোরসা বা ধল্লা হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দুর্গাপুরের নিকট সিঙ্গিমারীর সহিত একত্র হওত উভয়ে এক ধারে ব্রহ্মপুত্রে মিশ্রিত হইয়াছে। ইহারই শাখা নদী বুড়া তোরসা। কোচবিহার নগর এই বুড়া তোরসার তীরে অবস্থিত।

৪। কালজানী ভুটান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিলিত হওত ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

৫। বড় গদাধর হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত ও অন্যান্য নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

৬। রায়ডাক হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া কালজানী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পরে শোণকোশ নাম ধারণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কোচবিহারে কোন রূপ বৃহদায়তন বিশিষ্ট নৈসর্গিক সরোবর বা হ্রদ নাই। ইহার মৃত্তিকা বালুকা মিশ্রিত হওয়ায় নদীর গতি সহজেই পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং বিলের ন্যায় জলাশয় অনেক বিদ্যমান আছে; ইহাদিগকে ছড়া বলে।

রাজধানী কোচবিহার নগর তিন দিকেই নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার লোক সংখ্যা ৯৫৩৫। নগরটী বহুসংখ্যক ইষ্টক-ময় প্রশস্ত রাজ পথে পরিপূর্ণ। কোন কোন রাস্তার উভয় পার্শ্ব বৃক্ষ শ্রেণীতে সুশোভিত। নগর মধ্যে বৃহদায়তন অনেক দীর্ঘিকা আছে; তন্মধ্যে সাগরদীঘী সর্ব্ব প্রধান। ইহার চতুষ্পার্শ্বে পরমরমণীয় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। তদভ্যন্তরেই যাবতীয় কাছারী, আফিস, ট্রেজারী, বিদ্যালয়, ছাপাখানা, পুস্তকালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত আছে। রাজধানীতে বহুবিধ ইষ্টক নির্ম্মিত দোকান আছে; সম্প্রতি দৈনিক বাজারের নিমিত্ত রাজ-সরকার হইতে বহু ব্যয়ে লৌহময় গৃহ-শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নগরের অন্যান্য স্থান—জেলখানা, আর্টিজান-স্কুল, পুলিশ-ষ্টেসন, পুলিশ ও মিলিটারী লাইন্স্, ও দাতব্য-চিকিৎসা-

লয়ের বাটীতে সুশোভিত। নগরের পূর্ব্ব দিকে কিঞ্চিৎ অন্তরে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান, সেই স্থানটীর নাম নীলকুঠি। ইহা নানা রূপ সুদৃশ্য বৃক্ষ রাজীতে ও প্রশস্ত রাজপথে পরি-শোভিত।

অধিবাসী।

কোচবিহারের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী ও মুসলমান। রাজবংশীর সংখ্যা মুসলমান হইতে তিন গুণ অধিক। এতদ্ব্যতীত কোচ, মেচ, গারো, দোভাষীয়া, মোড়ঙ্গিয়া প্রভৃতি, এবং আর্য্য বংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও কায়স্থেরও বসতি আছে। সম্প্রতি ১৮৮১ সালে যে লোক সংখ্যা হইয়া গিয়াছে, তদনুসারে ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হিন্দু	৪২৭৪৭৮
মুসলমান	১৭৪৫৩৯

খৃষ্টিয়ান	৪৮
জৈন	১৪৪
সাঁওতাল...	১৯
আদিম জাতীয়	৩১৬

জল বায়ু।

কোচবিহারের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। ইহার নদ নদী ও জলাশয় সকল প্রস্তর খণ্ড ও বালুকা কণায় পরিপূর্ণ থাকাতে, জল অতিশয় নির্ম্মল ও সুস্বাদু। অল্প খনন করিলেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া, কূপ সংখ্যা অত্র রাজ্যে অধিক; কূপের জলও প্রায় পরিষ্কার। এখানে দক্ষিণ ও উত্তর বায়ু অতি বিরল। পূর্ব্ব বায়ুই প্রায় সদা সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া থাকে; ইহা নিতান্ত অস্বাস্থ্য কর। বসন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মধ্যে

মধ্যে পশ্চিম হইতে বায়ু বহিয়া থাকে; সেই বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্য কর।

শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই কয় ঋতু ব্যতিরেকে এস্থানে অন্য কোন ঋতুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শীত ঋতুর অধিকার, এবং চৈত্র হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রাদুর্ভাব থাকে। বৈশাখের শেষে আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে বহুল পরিমাণে বৃষ্টি হয়। বোধ হয় বঙ্গদেশের, অথবা সমস্ত ভারতবর্ষের কোন স্থানেই এত অধিক বৃষ্টি পতিত হয় না। গড়ে প্রতি বৎসর ১২৫ ইঞ্চ জল হইয়া থাকে। কিন্তু এই রাজ্যের ভূমি অত্যন্ত উচ্চ ও ব্রহ্মপুত্র নদের দিকে ক্রমে নিম্ন জন্য, বৃষ্টি হইবা মাত্র অতি অল্প কাল মধ্যেই জলরাশি ব্রহ্মপুত্রে চলিয়া যায়। অবি- শ্রান্ত ১৫ দিবস বৃষ্টির পর দুই দিবস কাল মাত্র

রৌদ্র হইলেই এখানকার রাস্তা ঘাট শুষ্ক হইয়া যায়। বঙ্গদেশের ন্যায় কোচবিহারে কোন স্থানেই বৃষ্টির জল দীর্ঘ কাল স্থির হইয়া থাকে না।

জীব জন্তু।

কোচবিহারে কোন রূপ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বিশিষ্ট সুবিস্তীর্ণ অরণ্য নাই। নল, খাগড়া, কেশে প্রভৃতির মধ্যেই অত্র রাজ্যস্থ বন্য জন্তুর আবাস স্থান। হিমালয় পর্ব্বত-শ্রেণীর নিম্ন প্রদেশস্থ সুবিস্তীর্ণ শালবন ইহার উত্তরাংশে অবস্থিত, সুতরাং সর্ব্ব প্রকার বন্য জন্তু এস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নানা জাতীয় ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লুক, হরিণ, প্রভৃতি জন্তুতে অরণ্য পরিপূর্ণ থাকে। কোচবিহারের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত অপেক্ষাকৃত জঙ্গলময়। এই স্থানেই রাজ্যেশ্বর মহারাজ স্বীয় বন্ধু বর্গ সহিত প্রতি শীত ঋতুতে মৃগয়া করিয়া থাকেন।

এখানে মৎস্য অতি বিরল। শীত কালে ব্রহ্মপুত্র হইতে নানা জাতীয় মৎস্য ধীবরগণ কর্ত্তৃক এখানে আনীত হয় বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, ও বহু দূর হইতে আনীত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ বিস্বাদ হইয়া যায়। এখানে দুই তিন প্রকার নূতন মৎস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাদেব নাম—পুঠিতর, শিলঠোকা, চোঙাতর, প্রভৃতি।

শিল্প।

শিল্প কার্য্যে কোচবিহার বাসীগণের বিশেষ দক্ষতা দৃষ্ট হয় না। নূতন শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে এ প্রদেশে কেবল এণ্ডি নামক কাপড়, ও মেথলি নামক চট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এণ্ডি এক রূপ সামান্য মোটা রেশম, তদ্দ্বারা অত্রস্থ আপামর

সাধারণ সমুদায় লোক আপন আপন ব্যবহার জন্য গাত্রাবরণ করিয়া থাকে। এই স্থানে বাঁশ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বাঁশের দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের সমুদায় কার্য্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাস গৃহ, শয়নের খাট, বসিবার চৌকী. কেদারা, মোড়া, পিঁড়ি, শস্য রাখিবার পাত্র, তৈলাধার, দুগ্ধাধার প্রভৃতি সকলই বাঁশের নির্ম্মিত।

বাণিজ্য।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ধান্য, তামাকু, কোষ্টা ও সর্ষপ এ দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই সমুদায় দ্রব্য বহুল পরিমাণে অন্য দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং নানা বিধ বস্ত্র, লবণ, বাসন, মসলা, প্রভৃতি স্থানান্তর হইতে অত্র রাজ্যে আনীত হয়। যে সকল দ্রব্য প্রতি বৎসর স্থানান্তরে

প্রেরিত হয়, তাহার আনুমানিক মূল্য পঞ্চদশ লক্ষ টাকা; ও যে সকল দ্রব্য অত্র রাজ্যে আনীত হয়, তাহার মূল্য অনুমান ১০ লক্ষ টাকা হইবে। রেলওয়ে দেশের মধ্যে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত হওয়ায় দেশের লোকের ও বাণিজ্যের উন্নতি দিন দিনই সংসাধিত হইতেছে। কোচ-বিহার রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই রাজ্যের বাণিজ্য বন্দর মধ্যে—কোচবিহার নগর, মাথাভাঙ্গা, হলদীবাড়ী, শিবপুর, চওড়াহাট, বলরামপুর ও ভইশখুচি সর্ব্ব প্রধান।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশ অত্র রাজ্যে স্বাধিকার স্থাপন করিবার পূর্ব্বে এ প্রদেশ কিয়ৎকাল অরাজক অবস্থায় ছিল। পাল বংশীয় রাজগণের রাজ্য শেষ হইলে রাজা নীলধ্বজ অত্র রাজ্যে অধিকার স্থাপন করেন। তাঁহার পর চক্রচন্দ্র, ও তৎপরে নীলাম্বর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইহাঁর অন্যতর নাম কান্তেশ্বর ছিল। কোচবিহার নগরের দক্ষিণে ছয় ক্রোশ দূরে গোসানীমারী নামক স্থান ইহাঁর রাজধানী ছিল। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে চির হিন্দু বৈরী যবন সেনানী হোসেন সাহ কর্ত্তৃক কান্তেশ্বরের রাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কান্তেশ্বরের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণের হৃদয় বিকলিত ও নয়নাশ্রু আকৃষ্ট

করিতেছে। গোসানীমারীর অপর নাম কান্তা-পুর। বর্ত্তমান সময়ে ঐ নগরের মধ্য দিয়া সিঙ্গিমারী নদী প্রবাহিতা হইয়া রাজধানীর পুরাতন কীর্ত্তি সমূহ কতক বিনষ্ট করিয়াছে। নগরের চিহ্ন ও তদ্ভগ্নাবশেষ বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক অবলোকন করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, নগরের পরিধি অন্যূন ১০ ক্রোশ ছিল। নগরের এক দিকে ধল্লা নদী, ও অপর সমুদয় ভাগ মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীর, ও তদুভয় পার্শ্বস্থ সুগভীর পরিখা দ্বয় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীরের নিম্ন ভাগ এক শত ত্রিশ ফুট প্রশস্ত; উহার উচ্চতা ত্রিশ ফুট। প্রাচীরের উপরি ভাগে সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে ইষ্টক রাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয় মৃন্ময় প্রাচীরের উপরে অনুচ্চ একটী ইষ্টকময় প্রাচীরও নির্ম্মিত ছিল। প্রাচীরের বহির্দ্দেশে যে পরিখা বর্ত্তমান

রহিয়াছে, তাহা প্রায় ২৫০ ফুট প্রশস্ত। এই নগরে প্রবেশের তিনটী মাত্র দ্বার ছিল। সেই তিনটী দ্বার অদ্যাপি বাগদুয়ার, জয়দুয়ার, ও হোকোদুয়ার নামে বিখ্যাত আছে। দ্বার সকল ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল; অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

নগরের মধ্যস্থলে রাজবাটী ছিল। ঐ স্থান অদ্যাপি রাজপাট নামে খ্যাত। ইহা চতুষ্কোণ, এবং ৮০ ফুট গভীর একটী পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানে অদ্যাপি ছোট বড় বহু সংখ্যক দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক ইষ্টক স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। বৃহদায়তনের প্রস্তর খণ্ডেরও অভাব নাই।

বাগদুয়ারের নিকটেই গৌরিপাট নামক একটী স্থান আছে, তাহা প্রস্তর নির্ম্মিত। তথায় মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। এই

প্রদেশের স্থানে স্থানে অনেক দীর্ঘিকা আছে; তাহার তীর ও সোপান সকল ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। নগরের মধ্যে এবং বহির্ভাগে বহু সংখ্যক সুপ্রশস্ত ও উচ্চ রাজপথ বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী রাস্তার দুই পাশে প্রস্তরময় দেবদেবীর নানা বিধ প্রতিমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। কোন মূর্ত্তির নাসিকা, কাহারও বাহু, কাহারও বা বক্ষঃস্থল অথবা পদদ্বয় ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় ইতর লোকে এই সমস্তকে নাক-কাটা নাক-কাটী বলে।

তৃতীয় খণ্ড।

বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক কোচবিহারে রাজ্য সংস্থাপন।

প্রথম অধ্যায়।

১৪৯৬ খৃস্টাব্দে যবন সেনাপতি হোসেন সাহ কর্ত্তৃক কান্তেশ্বরের রাজ্য ধ্বংশ হইলে, ১৪ বৎসর কাল কোচবিহার প্রদেশ অরাজক অবস্থায় ছিল। পরে হাজো নামক কোচ বংশীয় কোন বীর পুরুষ কামরূপের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। হাজো কীর্ত্তিমান লোক ছিলেন। কামাখ্যার মন্দিরের অনতি দূরে অদ্যাপি তাঁহার একটী মন্দির বর্ত্তমান আছে। হীরা ও জীরা নাম্নী হাজোর দুইটী কন্যা ছিল। মেচ জাতীয় হাড়িয়া নামক কোন এক প্রধান দলপতির সহিত

ঐ কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়। জীরা জ্যেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে, হাড়িয়ার ঔরষে, চন্দন ও মদন নামে দুই পুত্র জন্মে। হীরা কনিষ্ঠা; তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নাই। কথিত আছে যে যোগী-বেশধারী মহাদেবের ঔরষে শিব্যসিংহ ও বিশ্বসিংহ নামে হীরার দুই পুত্র জন্মে। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া বিশ্বসিংহকে হনুমান দণ্ড প্রদান করেন। হনুমান দণ্ড অদ্যাপি কোচবিহারের রাজবাটীতে সাদরে রক্ষিত হইতেছে, ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে ইহার পূজা হইয়া থাকে। বিশ্বসিংহ রাজ্য লাভ করার পর, চিক্‌না পর্ব্বত বাসী অষ্টগ্রামের অধিপতি তুর্ক কোতোয়ালের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে মদন নিহত হইয়াছিলেন। পুত্র বিয়োগ বিধুরা বিমাতার কথঞ্চিৎ শোকাপনয়নার্থ বিশ্বসিংহ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চন্দনকে

শকাব্দা ১৪৩২, বঙ্গাব্দ! ৯১৭, ও ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্য ভার প্রদান করেন। এই সময় হইতেই কোচবিহারের রাজশকের গণনারম্ভ হইয়াছে। বিশ্বসিংহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি সমগ্র কামরূপে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। ভোটানাধিপতি তাঁহার পরাক্রমে ভীত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদানে সম্মত হইয়া ছিলেন। অষ্টম হেন্‌রী যে সময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, ইব্রাহিম যে সময়ে দিল্লীর সম্রাট্, নসিরৎসাহ যে সময়ে গৌড় নগরে বঙ্গাধিপের আসনে প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্বসিংহ আসামের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে জলপাইগুড়ির পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশ জয় করিয়া স্বাধিকার সংস্থাপন করেন।

চন্দন।

রাজশক ১-১২; খৃঃ ১৫১০-১৫২২।

১৩ বৎসর।

বিশ্বসিংহ যে রূপে চন্দনকে রাজ্য ভার প্রদান করেন, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। চন্দন নামমাত্র রাজা ছিলেন; রাজকার্য্য সমুদায় বিশ্বসিংহই সম্পাদন করিতেন। কামরূপের শাসন কর্ত্তার তিন কন্যা ছিল; চন্দন তাঁহার এক কন্যাকে, বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ অপর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দন ১৩ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ৪০ বৎসর বয়ক্রম সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বিশ্বসিংহ।

১৩-৪৩ ; ১৫২৩-১৫৫৩।

৩১ বৎসর।

চন্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিশ্বসিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রথমে সিংহাসন প্রস্তুত করেন, এবং ইহাঁর রাজদণ্ডের উপর হনুমানের মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার সময় তাঁহার বয়স ২২ বৎসর ছিল। তাঁহার ভ্রাতা শিষ্যসিংহ রায়কত উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অভিষেক সময়ে ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বিজনী, বিদ্যাগোম, বিজয়পুর প্রভৃতি প্রদেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণ করিয়াই ইনি ভোটানাধিপতিকে কর প্রদান করিতে আদেশ করেন। ভোটানাধিপতি—দেবরাজ—ইহাঁর

আদেশ অবমাননা করাতে ভোটানাক্রমণার্থ ইনি সজ্জীভূত হন। তৎশ্রবণে দেবরাজ ভীত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইনি গৌড় পরাজয় কামনায় সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছিলেন; এবং জলপাইগুড়ির পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া উক্ত প্রদেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে স্বীয় ভ্রাতা শিষ্যসিংহ রায়-কতকে বৈকুণ্ঠপুরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের তিন পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ, মধ্যম নরনারায়ণ, এবং কনিষ্ঠ চিলারায়। নরনারায়ণের অপর নাম মল্ল-নারায়ণ, ও চিলারায়ের অন্য নাম শুক্লধ্বজ ছিল। বিশ্বসিংহ চিক্না পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশে হিঙ্গলাবাস নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপন করেন।

নরনারায়ণ।

৫৩-৮৫ ; ১৫৫৪-১৫৮৬।

৩৩ বৎসর।

রাজা নরনারায়ণ ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। কথিত আছে যে, সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহ রাজা হইবেন স্থিরীকৃত হইয়া তাহার উদ্যোগ হইতেছিল; এমত সময়ে নরনারায়ণের স্ত্রী উপস্থিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদনান্তে তিনি যখন তাঁহাকে প্রণাম করেন, "আপনি রাণী হইবেন," এই কথা বলিয়া নৃসিংহ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি স্বয়ং রাজা হইলে তাঁহার আশীর্ব্বচন মিথ্যা হইবে। এই কথা স্মরণ করত নৃসিংহ রাজত্ব গ্রহণ না করিয়া তদীয় কনিষ্ঠ নরনারায়ণকে সিংহাসনে উপ-

বেশন করাইলেন। রাজা নরনারায়ণ স্ব-নামে মুদ্রা খোদিত করিয়া তাহার প্রচলন করেন। ইহারই নাম নারায়ণী টাকা: এই মুদ্রাই নারায়ণী টাকা বলিয়া খ্যাত হয়। খৃঃ ১৮৬৫ পর্য্যন্ত নারায়ণী টাকা অত্র রাজ্যে প্রচলিত ছিল। টাকার এক দিকে তাঁহার নিজ নাম অঙ্কিত হয়, ও অপর দিকে দেব নাগর অক্ষরে মহাদেবের নাম খোদিত হয়। রাজা নরনারায়ণ প্রথমে স্ব-নামে মোহর অঙ্কিত করিয়া প্রচলন করেন। ইনি দুইটী মোহর প্রস্তুত করেন; একটীতে স্বীয় নাম, ও অপরটীতে কেবল সিংহমূর্ত্তি ছিল। ইহাকে সিংহছাপ বলিতেন। তাঁহার যাবতীয় অনুজ্ঞা সিংহছাপে প্রচারিত হইত। ইনি সমগ্র আসাম এবং গৌড়ের কতক অংশ পরাজয় করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ আসাম পরাজয় করিয়া আসাম

অধিপতির রাজ-ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ছত্র অদ্যাপিও কোচবিহারের রাজাদিগের অন্যতর রাজ-সজ্জা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় বা শুক্লধ্বজ অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীর পুরুষ ছিলেন। ইনি রাজার সৈন্যাধক্ষ্য হইয়া অনেক নূতন প্রদেশ কোচ-বিহার রাজ্য ভুক্ত করেন। ইহাঁরই বাহু বলে গঙ্গা নদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের সীমা বিস্তীর্ণ হইয়া ছিল।

কোচবিহারের সাত ক্রোশ পূর্ব্বে রাণীর হাটের সন্নিকটে অদ্যাপি কতকগুলি গড় ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানকে 'চিলারায়ের কোট্' বলে। রাজা নরনারায়ণও স্বয়ং যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন; সেই জন্য তাঁহার অন্য নাম মল্ল-নারায়ণ ছিল। সং-স্কৃত ভাষায় ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ইহাঁরই সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "রত্ন-মালা" নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। অদ্যাপি কোচবিহার ও আসাম প্রদেশে এই ব্যাকরণ প্রচলিত আছে। ইনি কামরূপ হইতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া খাগড়াবাড়ী, ময়নাগুড়ি প্রভৃতি পঞ্চ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং প্রত্যেকের ভরণ পোষণার্থ নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। হিন্দু ধর্ম্মেও ইহাঁর বিলক্ষণ মতি গতি ছিল। কামাখ্যার বর্ত্তমান মন্দির ইহাঁরই দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবীর নিত্য সেবার্থ ইনি নিষ্কর ভূমি প্রাদান করিয়া ছিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে অদ্যাপিও ইহাঁর, ও ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের গাত্র দেশে প্রস্তরোপরি দুইটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে। রাজা মল্লনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা

শুক্লধ্বজ আসাম পরাজয় করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, তদ্বিবরণ ঐ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

রাজা নরনারায়ণ আসাম পরাজয় করিয়া বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা শোণকোশ নদ হইতে তৎপূর্ব্ব প্রদেশসমূহ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজকে প্রদান করেন। শুক্লধ্বজের পৌত্র পরীক্ষিত নারায়ণ ও বলিত নারায়ণের উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি বিজনী ও দুরঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহনারায়ণের পুত্রগণের ভরণ পোষণার্থ ইনি পাঙ্গার রাজ্য তাঁহাদিগকে সমর্পণ করেন। তাঁহাদের বংশ কালবশে লোপপ্রাপ্ত হইয়া পাঙ্গার রাজ্য তদীয় দৌহিত্র সন্তানগণের উপভোগ্য হইয়াছে। ইনি তেত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করত মানবলীলা সম্বরণ করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ।

৮৫-১১৮; ১৫৮৭-১৬২০।

৩৪ বৎসর।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে আকবর সাহ উপবিষ্ট ছিলেন, এবং রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। আকবরের অন্যতর সেনাপতি আলিকুলি খাঁ গৌড় রাজ্য পরাজয় করেন। তাঁহার সৈন্যেরা কোচবিহারের অধিকার মধ্যেও নানা রূপ অত্যাচার করে। লক্ষ্মীনারারণ বিলাস পরতন্ত্র ছিলেন; স্বয়ং কোন যুদ্ধে গমন করিতেন না। তাঁহার সৈন্যেরা প্রায়সই যবন সেনার নিকট পরাস্ত হইতে লাগিল, এবং রাজ্য বিনষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। পরে তিনি বাধ্য হইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীরসাহ দিল্লীর

বাদসাহ ছিলেন। সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। দিল্লীর সৈন্য তাঁহার রাজ্যে আর কোন রূপ অত্যাচার করিবে না, সম্রাট এই রূপ আদেশ প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রতিশ্রুত হইতে হইয়াছিল যে, তিনি আপন রাজ্যে সম্পূর্ণ নারায়ণী টাকা আর প্রচলন করিবেন না। এই সময় হইতে সম্পূর্ণ নারায়ণী টাকা উঠিয়া গিয়া নারায়ণী আধুলী (অৰ্দ্ধ মুদ্রা) প্রচলিত হইল। 22391.

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ১৮টী পুত্র ছিল; তন্মধ্যে বীরনারায়ণ মহারাণীর গর্ভ সম্ভূত। রাজা তদীয় ১৮ পুত্রের বাস নিমিত্ত ১৮টী ভিন্ন ভিন্ন বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই স্থান অদ্যাপি 'আঠারকোটা' নামে খ্যাত। ইনি তদীয় তৃতীয় পুত্র মহীনারায়ণকে নাজীরদেব অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৩৪ বৎসর

রাজ্য ভোগ করিয়া ১৬২০ খৃঃ অব্দে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ স্বর্গারোহণ করেন।

বীরনারায়ণ।

১১৯-১২৩; ১৬২১-১৬২৫।

৫ বৎসর।

১৬২১ খৃঃ অব্দে রাজা বীরনারায়ণ পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইহাঁর অভিষেক সময়ে রায়কত্ অনুপস্থিত থাকা হেতু মহীনারায়ণ কুমার ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বীরনারায়ণের রাজ্য প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ভোটানাধিপতি কর ও উপঢৌকন প্রদান রহিত করেন। রাজা একান্ত বিলাস প্রিয় ছিলেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর কোন বাক্যব্যয় করিলেন না। তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া পরোলোক গমন করেন।

প্রাণনারায়ণ।

১২৪-১৬২; ১৬২৬-১৬৬৪।

৩৯ বৎসর।

১৬২৬ খৃঃ অব্দে রাজা প্রাণনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর সময়ে কোচবিহারে সংস্কৃত ভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়াছিল। ইনি পঞ্চরত্ন নামক এক সভা সংস্থাপন করেন। কবিরত্ন ও কবিভূষণ নামক দুইটী প্রধান পণ্ডিত এই সভার অধ্যক্ষতা করিতেন। ইহাঁর সভাসদ্‌বর্গ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং রাজা নিরন্তর শাস্ত্রালোচনায় দিন যাপন করিতেন। ইনি জল্পেশ্বরে, গোসানিমারীতে, বাণেশ্বরে এবং সিদ্ধেশ্বরী নামক স্থানে দেবমন্দির সংস্থাপন করেন। ইহাঁর সভায় গায়কদিগেরও বিশেষ সমাদর ছিল,

এবং ইনি সংগীত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি নির্ব্বিবাদে ও পরম সুখে ৩৯ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। প্রাণনারায়ণ দীর্ঘ কাল পীড়িত থাকাতে দেশ মধ্যে জনরব হইয়া উঠিয়াছিল যে, মহারাজের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। ইহাতে মহীনারায়ণ নাজিরদেব, তাঁহার ৪ পুত্র—রূপনারায়ণ, জগৎনারায়ণ, যজ্ঞনারায়ণ, এবং চন্দ্রনারায়ণ সহ, রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে নিকটে আনয়নার্থ কবিরত্ন ও কবিভূষণকে প্রেরণ করিলেন। মহীনারায়ণ, পণ্ডিত দ্বয়কে দেখিবামাত্র, তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিলেন। ইহার ৩ দিন পরেই মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহীনারায়ণের ৪ পুত্র সিংহাসন অধিকার করণার্থ ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করে। মহী-

নারায়ণ নিরুপায় হইয়া প্রাণনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মোদনারায়ণকে স্বয়ং ছত্র ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। মোদনারায়ণের নামে মুদ্রা প্রস্তুত ও মোহর অঙ্কিত হইল।

মোদনারায়ণ।

১৬১-১৭৬; ১৬৬৪-১৬৭৯।

১৫ বৎসর।

রাজা মোদনারায়ণ ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহীনারায়ণ তাঁহাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করিয়া তাঁহার নিজের সমুদয় লোককে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সুতরাং মোদনারায়ণ নামমাত্র রাজা হইলেন। মহীনারায়ণের আদেশ মতেই

রাজ কার্য্য চলিত। সম্যক্ প্রকারে ক্ষমতা বিহীন হইয়া মহীনারায়ণ কিছু দিন অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন। পরে অকস্মাৎ এক দিবস মহীনারায়ণের নিযুক্ত কতিপয় রাজ-কর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড করেন। ক্রোধ পরবশ হইয়া মহীনারায়ণ ও তাঁহার ৪ পুত্র সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। সংগ্রামে মহীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনারায়ণ প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে ঈশ্বর কৃপায় মোদনারায়ণ জয় লাভ করিলেন। মহী-নারায়ণ ভয়াভিভূত হইয়া সংসারাশ্রম পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার ৩ পুত্র ভুটানে পলায়ন করিল। মহীনারায়ণকে ধৃত করার জন্য রাজা স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। বৈকুণ্ঠপুরে মহীনারায়ণ ধৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার

পুত্র ত্রয় ভুটিয়াগণের সাহায্যে বিহার আক্রমণ করিল। দুই তিন বার যুদ্ধ হইয়া অবশেষে তাহারা সম্যক্‌রূপে পরাস্ত হইল। ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া মোদনারায়ণ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বিশ্বসিংহের বংশ এই হইতেই লোপ প্রাপ্ত হয়।

— —

বসুদেবনারায়ণ।

১৭৬-১৭৭; ১৬৮০-১৬৮১।

২ বৎসর।

রাজা মোদনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজকর্ম্মচারীগণ ইতি কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠপুরে রায়কতকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই

গোসাঁই-মহীনারায়ণের পুত্র ত্রয় ভুটিয়াগণের সাহায্যে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অনেকের প্রাণবধ করে; এবং রাজার ছত্রদণ্ড, সিংহাসন, তরবারি প্রভৃতি অপহরণ করে। রাজা প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বসুদেবনারায়ণ, এবং ইহাঁর পুত্র মান-নারায়ণ ভয়ে দক্ষিণ দেশে পলায়ন করিলেন। গোসাঁই-মহীনারায়ণের পুত্র ত্রয় প্রত্যেকেই রাজা হইতে সচেষ্ট হইল। ইতিমধ্যে রায়কত সসৈন্যে রাজধানীতে উপনীত হইলেন। মহীনারায়ণের পুত্রেরা প্রাণ ভয়ে ভুটিয়াগণ সহিত পর্ব্বত প্রদেশে পলায়ন করিল। রায়কত শত্রুদিগের সাক্ষাৎ না পাইয়া বিষণ্ণ হইলেন; পরে বসুদেব নারায়ণকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া বৈকুণ্ঠ-পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় মহীনারা-য়ণের পুত্রগণ রাজ্য আক্রমণ করিল। বসুদেব-

নারায়ণ সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্যক্‌রূপে পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। রায়কতেরা এই সংবাদ শ্রবণে পুনরায় সসৈন্যে রাজধানীতে উপস্থিত হইল; এবং বসুদেবনারায়ণের ভ্রাতুষ্পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

মহেন্দ্রনারায়ণ।

১৭৭-১৮৮; ১৬৮২-১৬৯৩;

১২ বৎসর।

১৬৮২ খৃঃ অব্দে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন; তৎকালে তিনি পঞ্চম বৎসরের শিশু ছিলেন। রাজ কর্ম্মচারীগণের

হস্তে যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তৎকালে রাজ্যে নানা বিধ বিশৃঙ্খলা ঘটে; মোগল সম্রাট পূর্ব্ব-ভাগ, পাট-গ্রাম, ও বোদা, এই পরগণা ত্রয় অধিকার করেন; এবং কাকিনিয়া, কাজিরহাট, টেপা প্রভৃতির শাসনকর্ত্তাগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া যবনরাজের বশ্যতা স্বীকার করত সনন্দ গ্রহণ করে। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৯৩ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রূপনারায়ণ।

১৮৫ - ২০৫; ১৬৯৪ - ১৭১৪।

২০ বৎসর।

১৬৯৪ খৃঃ অব্দে — ১৮৫ রাজশকে — রাজা রূপনারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি

গোঁসাই-মহীনারায়ণের পৌত্র। ইহাঁর রাজ্যাভিষেক হওয়ার পর ইনি শিশুনারায়ণকে নাজিরের পদে, এবং সত্যনারায়ণকে দেওয়ানের পদে মনোনীত করিলেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব কালে পরগণা পূর্ব্বভাগ, বোদা, এবং পাটগ্রাম, যাহা যবন সম্রাট অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পুনরুদ্ধারার্থ তিনি যুদ্ধ করত অকৃতকার্য্য হন; এবং ঢাকার নবাব জবরদস্ত খাঁকে কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করেন। রাজা রূপনারায়ণ বিংশতি বৎসর রাজত্ব করত ১৭১৪ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এই রাজাই বিখ্যাত মদনমোহনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

উপেন্দ্রনারায়ণ।

২০৫-২৫৪ ; ১৭১৪-১৭৬৩।

৪৯ বৎসর।

১৭১৪ খৃঃ অব্দে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইহাঁর রাজত্ব কালে ভোটরাজ নির্ব্বিবাদে ভোটান্ত প্রদেশ অধিকার করেন। মহারাজের কোন সন্তানাদি না হওয়াতে তিনি সত্যনারায়ণ দেওয়ানদেবের পুত্র দিনরায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু দিনরায় রাজার জীবিতাবস্থায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির জন্য তদানীন্তন ঢাকার সুবেদারের সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং কোচবিহার আক্রমণার্থ অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার ধলুয়া-

বাড়ী রাজধানীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী সহমরণ গমন করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনারায়ণ।

২৫৪-২৫৬; ১৭৬৩-১৭৬৫

২ বৎসর

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ তদীয় পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র হইয়াছিল। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের ছয় বৎসর বয়ঃক্রম সময় রতিশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজবাটীর নিকটস্থ পদ্ম পুষ্করণীর তীরে তরবারির দ্বারা তাঁহাকে নিহত করে। রাণীগণ পুত্র শোকে

অধীরা হন। ভোটরাজ এই হত্যাকাণ্ডে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত অত্যাচারের চক্রান্তকারী রামানন্দ গোস্বামীর প্রাণ দণ্ড করেন, এবং কোচবিহার রাজ্য রক্ষার্থ জনৈক রাজ-প্রতিনিধি অত্র রাজ্যে প্রেরণ করেন।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ।

২৫৬-২৬০ ; ১৭৬৫-১৭৭০।

৫ বৎসর।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে খড়্গনারায়ণ দেওয়ানদেবের তৃতীয় পুত্র রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, নাজির-দেবের সহায়তা ক্রমে, কোচবিহারের রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীবর্গের

কুমন্ত্রণায় তদীয় দেওয়ান রামনারায়ণের বিনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হন; এবং তাঁহাকে এক দিবস রাজভবনে আহ্বান করত স্বহস্তেই তাঁহাকে বধ করেন। ভোটরাজ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শ্রবণে, ও রাজার স্বেচ্ছাচারিতা অবলোকনে, অমাত্যবর্গ সহ রাজাকে বন্দী করত ভোট রাজধানীতে লইয়া গেলেন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ।

২৬১-২৬৩; ১৭৭০-১৭৭২।

২ বৎসর।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভোট রাজের সাহায্যে বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যচ্যুত ধৈর্য্যেন্দ্র-

নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাঁর রাজত্ব কালে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। ইনি দার পরিগ্রহ করিয়া সপ্তাহ কাল মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ধরেন্দ্রনারায়ণ।

২৬৩-২৬৫; ১৭৭২-১৭৭৪।

২ বৎসর।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে বন্দীকৃত রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তৎকালে অত্র রাজ্যে ভোটরাজের সম্পূর্ণ আধিপত্য হইয়াছিল। ভোটরাজ ইহাঁকে কোন মতেই রাজপদে স্থিরতর রাখিবেন না। কিন্তু তদানীন্তন নাজিরদেব স্বীয় ক্ষমতাবলে

ইহাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভোট রাজ ইহাতে কুপিত হইয়া বহু বিধ সেনা লইয়া বিহার রাজ্য আক্রমণ করেন; এবং রাজ-ভবনে শিবির সন্নিবেশিত করেন। নাজিরদেব কৌশলক্রমে শিশু রাজার হিত কামনায় রাজ-মাতা সহ বলরামপুর গ্রামে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথায়ও ইহাঁদিগের বিপদাশঙ্কা দেখিয়া ব্রিটিষ রাজ্য পাঙ্গা প্রদেশে পলায়ন করিলেন। ভোট সৈন্য একাদিক্রমে প্রায় সমস্ত বিহার রাজ্য নির্ব্বিবাদে অধিকার করিতে লাগিল। নাজিরদেব অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত একমত হইয়া তদানীন্তন ব্রিটিষ গবর্ণরজেনারেল ওআরেন হেষ্টিংস সাহেব সদনে রাজ্যোদ্ধারার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব কোচবিহার রাজ্য হইতে বার্ষিক নিয়মিত কর প্রাপ্ত হইলে সাহায্য করিবেন, এমত প্রতিশ্রুত

হইলেন। পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল, ও ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ দিবসে এক পক্ষে কোম্পানী বাহাদুর, অপর পক্ষে কোচবিহারের মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ, এতদুভয় মধ্যে এই বিবরণে সন্ধি স্থাপিত হইল যে, কোম্পানী বাহাদুর নিঃসহায় রাজ্যভ্রষ্ট ও বিপদাপন্ন রাজার রাজ্যোদ্ধারের নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিবেন; মহারাজকে সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে; রাজ্যোদ্ধার হইলে মহারাজ কোম্পানী বাহাদুরের বশীভূত থাকিবেন, ও বর্ষে বর্ষে কোম্পানী বাহাদুরকে অর্দ্ধ রাজস্ব লালবন্দী স্বরূপ প্রদান করিবেন। ব্রিটিষ কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক অর্দ্ধ রাজস্বের যে পরিমাণ নিরূপিত হইবে, তাহা চিরন্তনের জন্য স্থিরতর থাকিবে; ভবিষ্যতে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইলেও তাহার ন্যূনাতিরেক কদাপি হইবে না। রাজার

কোন রূপ বিপদ ভবিষ্যতে উপস্থিত হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদ্বারা সর্ব্ব প্রকারে রাজার সাহায্য করিবেন, কিন্তু সৈন্যের ব্যয় মহারাজকে দিতে হইবে। কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেলের অধ্যক্ষ, এবং রাজার পক্ষ হইতে খগেন্দ্রনারায়ণ নাজিরদেব সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির মর্ম্মানুসারে কাপ্তেন জোন্স সাহেব ৪ কোম্পানী ইংরেজ সৈন্য সহ অত্র রাজ্যে উপনীত হইয়া অচিরে দুর্ব্বৃত্ত অসভ্য ভুটিয়াদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া বন্দী রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে কারামুক্ত করত স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়া দিলেন। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ ২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ।

২৬৫ - ২৭৪; ১৭৭৪ - ১৭৮৩।

৯ বৎসর।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয়বার কোচবিহারের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইনি এবার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্যে নিতান্ত ঔদাস্যভাব অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মহারাণী এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর দ্বারাই রাজ্য শাসনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। মহারাজ তদীয় রাজত্বের শেষ ভাগে বাতুল সদৃশ হইয়াছিলেন। ২৭৪ রাজশকে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

হরেন্দ্রনারায়ণ।

২৭৪-৩২৯; ১৭৮৩-১৮৩৮।

৫৬ বৎসর।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজের উইল অনুসারে মহারাণী রাজমাতা, হরেন্দ্রনারায়ণ প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত, রাজ্য রক্ষণাবেক্ষ-ণের ভার গ্রহণ করিলেন। নাজিরদেবও সমগ্র রাজ্যে স্বীয়াধিপত্য বিস্তার করিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন; ফলতঃ রাজমাতার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া স্বীয় ক্ষমতা রাজ্য মধ্যে প্রবল করিবার নিমিত্ত নানা বিধ ষড়যন্ত্র করিয়া কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। রাণীর হস্তে রাজ্য ভার ন্যস্ত থাকিলে গবর্ণমেণ্টের কর

প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইবে, এই মর্ম্মে নাজিরদেব গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন। রাজ্যাভ্যন্তরস্থ সমস্ত গোলযোগের বিষয় অবগত হওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট কাপ্তেন স্মিথকে অত্র রাজ্যে প্রেরণ করেন। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন স্মিথ এস্থানে আগমন করত মহারাণী রাজমাতার ক্ষমতা স্থিরতর রাখিয়া রাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপনার্থ ঘোষণা করিয়া গেলেন। নাজিরদেব তখন অগত্যা তাঁহার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর রাজমাতা বৈর-নির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে নাজিরদেব ও দেওয়ানদেবের সর্ব্বস্বান্ত হইল। এমন কি, নাজিরদেব প্রাণ ভয়ে কামরূপ ক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন; ও তথা হইতেই তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া বহুবিধ সৈন্য সংগ্রহ করত বিহার রাজ্য ও রাজভবন

আক্রমণ করিলেন ; এবং রাজমাতা, মহা-রাজ, ও সর্ব্বানন্দ গোস্বামীকে লইয়া গিয়া বলরামপুরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। রঙ্গপুরের কালেক্টর এই সংবাদ অবগত হইয়া কতিপয় সেনা প্রেরণ করত রাজা ও রাজমাতাকে শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া বিহারে পুনঃ প্রেরণ করিলেন, এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধৃত করত রঙ্গপুরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করি-লেন। নাজিরদেব সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া পাট-গ্রাম, বোদা ও পূর্ব্ব ভাগের উপস্বত্ব গ্রহণ করিতেন। কিন্তু রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার তৎকালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে নাজিরদেব উক্ত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন।

১৮০১ খৃঃ অব্দে মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, এবং ব্রিটিষ

তত্ত্বাবধানও রহিত হইল। কিন্তু পুলীশের তত্ত্বাবধানের ভার রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে ন্যস্ত থাকিল। মহারাজ হরেন্দ্র রাজ কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতেন না; সুতরাং রাজ কর্ম্মচারীরাই সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। রাজ্যের সুশাসনার্থ ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট ক্রমান্বয়ে গুড্‌লেড, পীটর্‌মুর, হেন্‌রি ডাগ্‌লাস, স্মিথ, আমূটী ও ম্যাক্‌লাউড্ সাহেবদিগকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেঃ ফ্রান্সিস প্যারি ও মেঃ স্যেজ মহারাজের হস্ত হইতে ফৌজদারীর ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আইসেন; কিন্তু মহারাজ তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণ-ওআলিস গবর্ণরজেনেরলের পদে পুনরাগমন করেন। তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে রঙ্গপুরের

জজের হস্ত হইতে বিহারের ফৌজদারীর ক্ষমতা গৃহীত হইয়া মহারাজের প্রতি অর্পিত হয়। গবর্ণরজেনেরল মহারাজকে এই মর্ম্মে এক খানা পত্র লিখেন যে, তাঁহার কোন বিষয়ে উপদেশ লওয়ার প্রয়োজন হইলে তিনি কমিসনরের যোগে স্বয়ং গবর্ণরজেনেরলকে পত্র লিখিবেন। ১৮০৭ সালে মহারাজ বর্ত্তমান সাগরদীঘী খনন করিয়া তৎ পশ্চিম তীরে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮১২ খৃঃ মহারাজ ভেটাগুড়ী নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত বাটীতে গমন করেন। মেঃ ম্যাক্লাউড্ সাহেব নানা রূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিত পড়িত করিয়া রাজার হস্ত হইতে ফৌজদারীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ গবর্ণরজেনেরল সাহেবকে

সমস্ত বিবরণ অবগত করিলে, মহামতি লর্ড ময়্‌রা মহারাজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা বিধ অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া ম্যাক্‌লাউড্‌ সাহেবকে বেহার হইতে প্রস্থান করার আদেশ করিলেন, ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতির সমস্ত ক্ষমতা অবিরোধে পরিচালন জন্য মহারাজকে পত্র লিখিলেন। তিনি স্পষ্টরূপে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন যে, লালবন্দী নিয়মিত রূপে প্রদত্ত হয় কিনা, এতদ্বিষয় মাত্র দৃষ্টি রাখা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ ধলিয়াবাড়ী নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন; ৭ বৎসর এই রাজ-ধানীতে বসবাস করিয়া ১৮২৮ খৃঃ অব্দে মহা-রাজ পুনরায় কোচবিহারে রাজধানী স্থাপন

করেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ৫৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে বারাণসীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

শিবেন্দ্রনারায়ণ।

৩৩০-৩৩৮; ১৮৩৯-১৮৪৭।

৮ বৎসর।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজ্যাধিকার লাভ করেন। কাশী ক্ষেত্রে বৃদ্ধ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের মৃত্যু হইলে, কুমার বজ্রেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু শিবেন্দ্রনারায়ণ অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল ক্রমে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি অতিশয় বুদ্ধিজীবী ও শান্ত স্বভাবাপন্ন ছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কর অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। শিবেন্দ্রনারায়ণ গবর্ণমেণ্টের সেই সমুদয় ঋণ পরিশোধ করত রাজ্যের সুশাসন ও নানাবিধ বিষয়ে সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থা ও আইন মত রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ রাজসভা ও মহাবিচারালয় সংস্থাপন করেন। এই বিচারালয়ে রাজস্ব, দেওয়ানী, ও ফৌজদারী সংক্রান্ত সমুদয় বিচারের চরম নিষ্পত্তি হইত। দেওয়ান বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ী এবং বাবু ঈশানচন্দ্র মুস্তফী এই বিচারালয়ের বিচারক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে কোন কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে শিবেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং পণ্ডিতগণ সহ বিচারালয়ে

অধিষ্ঠান হইতেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তিনি ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করেন। ইনি একত্রে দুই দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে মহারাজ কাশী যাত্রা করেন। যাত্রা কালে ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করত সঙ্গে লইয়া যান। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ বারাণসীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ।

৩৩৮-৩৫৪; ১৮৪৭-১৮৬৩।

১৬ বৎসর।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর রাজ্যাভিষিক্ত হন। নরেন্দ্রনারায়ণ

স্বর্গীয় মহারাজের সমভিব্যাহারে বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতেন। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের লোকান্তর হইলে, বারাণসীতেই মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তৎকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। অতঃপর তিনি এই রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন; এবং তদানীন্তন দেওয়ান বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ীর উদ্যোগে গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট জেঙ্কিন্স্ সাহেবের অভিপ্রায় মত তিনি বিদ্যাভ্যাস জন্য কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। কৃষ্ণনগরে কিয়ৎকাল শিক্ষা লাভ করিয়া, কলিকাতায় ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনে নীত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের অপ্রাপ্ত বয়স সময়ে তাঁহার পিতা কুমার বজ্রেন্দ্রনারায়ণ সরবরাহকার নিযুক্ত থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজের বিমাতৃদ্বয় শ্রীশ্রীমতী

মহারাণী কামেশ্বরী ও বৃন্দেশ্বরী রাজ কার্য্য পরিচালন করেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইহাঁর সময়ে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কোচবিহারে জেঙ্কিন্স স্কুল সংস্থাপিত হয়। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তিনি ষ্ট্যাম্প আইন ও নিজের ষ্ট্যাম্প কাগজ এ রাজ্যে প্রচলিত করেন।

১৮৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে মহারাজ-কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৬ই অগাষ্ট তারিখে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ, ২২ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া, বিহার রাজধানীতে স্বর্গারোহণ করেন।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৭ই অগাষ্ট ও ৩৫৪ রাজ-শকের ২২এ ভাদ্র তারিখে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ, দশ মাস বয়ঃক্রম কালে, সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতামহী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কামেশ্বরী ও বৃন্দেশ্বরী, এবং বিমাতা মহারাণী নিস্তারিণী রাজ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে মহারাজের নামে টাকা ও মোহর মুদ্রিত হয়। কয়েক মাস পর্য্যন্ত রাজ কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পাদন করিয়া মহারাণীগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট মহারাজের অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার সঙ্কল্পে,

১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ২৬এ জানুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত কর্ণেল হটন সাহেব মহোদয়কে কোচবিহারের কমিসনর নিযুক্ত করেন। তিনি ১১ই ফেব্রু-য়ারী এখানে উপস্থিত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

ভূমি-দান, পেন্‌সন্‌ প্রদান, এবং প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা বলবৎ করণ ব্যতীত মহারাজের অন্যান্য সমুদয় ক্ষমতা কমিসনরকে দেওয়া হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে, রাজ্য শাসন প্রণালীর কোন রূপ পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। মহারাজের লালন পালন এবং বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ রূপ মনোযোগ প্রদান করিতে কমিসনর উপদিষ্ট হইয়া ছিলেন।

কর্ণেল হটনের সময়েই এরাজ্যের পূর্ব্বতন দোষাশ্রিত নিয়মাদি রহিত হইয়া সুশাসন

প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি রাজসভা উঠাইয়া দেন, এবং ১৮৬৪ খৃ: অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব্ব প্রচলিত একান্ত ঘৃণাক্ষর মনুষ্য বিক্রয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন এ রাজ্যে প্রচারিত করেন। এই সকল কার্য্য দ্বারা মহামতী হটন সাহেব যে এ দেশীয় লোকের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কর্ণেল হটন ভুটান যুদ্ধে বিশেষ লিপ্ত থাকায়, এখানকার শাসন ভার একজন ডিপুটী কমিসনর সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হয়। ডিপুটী কমিসনর কোচ-বিহারে অবস্থান করিয়া কমিসনরের অনুমতি মতে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। মেঃ বিভারিজ, মেঃ স্মিথ, কাপ্তেন লুইন, মেঃ ডল্টন, ক্রমান্বয়ে ডিপুটী কমিসনর ছিলেন। ইহাঁদের অনুপস্থিতিতে মেজর লেন্স, মেঃ বেকেট

এবং কাপ্তেন গর্ডন প্রতিনিধি ডিপুটী কমিসনরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই সময়ে কিরূপ নিয়মে রাজকার্য্য সমাধা হইত, তাহার প্রত্যেক বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে বর্ণিত হইতেছে।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর বারাণসীর কোর্ট-অব্‌ওয়ার্ড্‌সে নীত হন। তথা হইতে ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্কিপুরে আনীত হন, এবং পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে রীতিমত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর এপ্রেল মাসে শ্রীযুক্ত নেলার সাহেব মহারাজের তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ কলিকাতাতে নীত হন; এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চে খ্যাত-নামা শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতিবালার সহিত মহারাজের বিবাহ হয়; তৎপরে ১৫ই মার্চ্চে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। অনধিক এক বৎসরকাল তথায় অবস্থান করিয়া ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরীর অধিকাংশ পরিদর্শন করেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চে তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর কলিকাতাতে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন্ অধ্যয়ন করেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দের ১১ই এপ্রেলে ভবিষ্যদুত্তরাধিকারী রাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। বর্ত্তমান সন ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবরে মহারাজের স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কার্য্যের নানা সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় তিনি বর্ত্তমান সনের ৮ই নবেম্বর তারিখে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

এই উপলক্ষ্যে অত্যন্ত সমারোহ হইতেছে; দেশ দেশান্তরীয় রাজা ও ভূস্বামীগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্টগবর্ণর বাহাদুর প্রায় পঞ্চাশৎ প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজগণ সহ কোচবিহারে উপস্থিত হইয়া, সদ্বিদ্বান, ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রশস্তহৃদয়, ও উদারচরিত শ্রীশ্রীমন্মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের হস্তে এই দিনে রাজ্যভার প্রদান করিলেন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী দিবসে দিল্লী নগরীতে যে দরবার হয়, তাহাতে মহারাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে মহারাণী ভারতেশ্বরীর নাম যুক্ত পতাকা ও পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তদানীন্তনের গবর্ণর-জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুর মহারাজকে এক মূল্যবান

তরবারি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালের বিদ্রোহের পর লর্ড কেনিং মহোদয় কোচ-বিহারের রাজাদিগের দত্তক গ্রহণাধিকার স্বীকার করেন। কোচবিহারাধিপতির সম্মানার্থ গবর্ণমেণ্ট এলাকায় ১৩ তোপ ধ্বনি হইয়া থাকে। তাঁহার ঊর্দ্ধতন বিচারের অর্থাৎ প্রাণদণ্ড বিধানের ক্ষমতা আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ডিপুটী কমিসনর।

সাধারণ ব্যবস্থা-সমন্বিত প্রদেশ সমূহের জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ইহাঁর আছে। ইহাঁর আফিস দুই ভাগে বিভক্ত: ইংরেজী বিভাগে মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য হইয়া থাকে; এবং অডিট্ বিভাগে মঞ্জুরী ও নিকাশের কার্য্য

হয়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে অডিট আফিস জলপাই গুড়িতে স্থাপিত হয়; ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে তাহা রাজধানীতে আনীত হইয়াছে।

মাল বিভাগ।

এই বিভাগের তত্ত্বাবধারণের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশের কালেক্টরগণের ক্ষমতা ইঁহার আছে। মহকুমার নাএব-আহেলকার (বিচারক), এবং সহকারী নাএব-আহেলকারের হস্তে ডিপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। খাজানা সম্বন্ধীয় ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ১০ আইন অংশত এরাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে। যে বৎসরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এরাজ্যের ভার গ্রহণ করেন, সেই বৎসরে রাজস্ব এবং দেবত্র মহাল হইতে ২৯৭৪০২

মাত্র টাকা আয় হইয়াছিল। বিগত বর্ষে উহা হইতে ৯৪৩৬৯৯ টাকা আয় হইয়াছে।

মাল কাছারীর তত্ত্বাবধারণ ব্যতীত নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিভাগের ভারও দেওয়ানের হস্তে আছে।

১। আবকারী :—ইহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ এক জন দারোগা আছেন। দেশীয় ও বিলাতী মদ্য, গাঁজা, আফিম এবং মদত ব্যবসায়ীদিগের শুল্কাদিতে বিগত বৎসর ৬৩৪০৩ টাকা আয় হইয়াছে। ১৮৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে ২০৪১ টাকা মাত্র আয় হইয়াছিল।

২। ট্রেজারী :—কর্ণেল হটন সাহেবের সময়ে ইহা স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহার ভার ডিপুটী কমিসনরের হস্তে

ছিল। ষ্ট্যাম্প হইতে বিগত বৎসর ৯৫৩৫৭ টাকা আয় হইয়াছে।

৩। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস :— পূর্ব্বে অনেক গুলি মহাল ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। এখন চারি পাঁচটী মাত্র রাখিয়া তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ এক জন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৪। কৃষি ও বন বিভাগ :—আমেরিকা ও স্পেন দেশীয় প্রণালী অনুসারে তামাকু প্রস্তুতের এবং জাঁত দেওয়ার কার্য্য কয়েক বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ব্যয় বাহুল্য বিধায় স্থগিত হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সিরেন্সেষ্টার কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। গবোৎপাদন

কার্য্যালয়ের কার্য্যও এই বিভাগের অন্তর্গত।

ফৌজদারী বিভাগ।

এই বিভাগের প্রাধান তত্ত্বাবধায়ককে ফৌজদারী আহেলকার বলে। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অধিকাংশ ইহাঁর আছে। মহকুমার কার্য্যকারকগণের হস্তে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি, কার্য্যবিধি, এবং সাক্ষ্য বিষয়ক আইন এরাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে। নগরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন এবং শান্তি রক্ষার ভারও ফৌজদারী আহেলকারের হস্তে ন্যস্ত। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে জেলখানার তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়। পূর্ব্বে কয়েদীগণ দৈনিক দেড়

ও দুই আনা করিয়া খোরাকি পাইত, এবং ইচ্ছামত বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিত। কিন্তু ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যভার গ্রহণাবধি জেলখানার কার্য্য অন্যান্য জেলার ন্যায় সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। রাজ কারাগারে গড়ে ১৮০ জন কয়েদী থাকে।

দেওয়ানী বিভাগ।

এই বিভাগের প্রাধান কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আহেলকার বলে। অন্যান্য জেলার সবডি-নেট জজ, এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা ইহাঁর আছে। ইহাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে রেজেষ্টরী আফিস আছে। সদরে এক জন সবরেজিষ্ট্রার আছেন, এবং মহকুমার কার্য্যকারকগণেরও

রেজেষ্টরী করার ক্ষমতা আছে। ভারতীয় রেজেষ্টরী আইন এ রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

শিক্ষা বিভাগ।

বর্ত্তমান সময়ে নানা প্রকারের ৩২৯টী স্কুল আছে। তন্মধ্যে ৪টী রাজকীয়, ২৫৭টী সাহায্য কৃত, এবং ৬৮টী প্রাইভেট। এতদ্ব্যতীত মহারাজের জ্ঞাতি কুটুম্বাদির নিবাসের জন্য একটী ছাত্রাবাস নিজ-বিহারে, এবং আর একটী বাঙ্কিপুরে অবস্থিত আছে। রাজধানীতে একটী শিল্প বিদ্যালয় আছে। সর্ব্ব শুদ্ধ ৯৫৪১ জন ছাত্র এই সকল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। যখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এরাজ্যের ভার গ্রহণ করেন, তখন ২টী মাত্র রাজকীয় স্কুল, এবং ১৫০ জন ছাত্র ছিল।

রাজ-লাইব্রেরী নামক একটী বৃহৎ পুস্তকালয় রাজধানীতে অবস্থিত আছে।

— —

চিকিৎসা বিভাগ।

রাজ্যের এবং রাজধানীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন সিবিল্ সার্জন (ইংরেজ ডাক্তার) আছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চারিটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সদর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য আসিষ্টাণ্ট সার্জন ও অন্যান্য স্থানে এক এক জন নেটিব ডাক্তার আছেন। গোমস্থর্য্যাধান (গো-বীজে টীকা দেওয়া) পদ্ধতি এখানে প্রচলিত হইয়াছে।

———

পুলীশ বিভাগ।

বর্ত্তমান সময়ে একজন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে ৩ জন ইনস্পেক্টর, ১০ জন সব-ইনস্পেক্টর, ২৯ জন হেড্‌কনষ্টেবল, এবং ২৬৫ জন কনষ্টেবল আছে। রাজ্য মধ্যে ৬টি থানা এবং ৭টি ফাঁড়ি আছে। পুলীশের কায কর্ম্ম বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় চলিয়া থাকে।

পূর্ত্ত বিভাগ।

সর্ব্বসাধারণের গমনাগমনের এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাজ্য মধ্যে ২৮৪ $\frac{১}{২}$ মাইল পথ আছে; তাহাতে ১৭৮টী কাষ্ঠময় এবং একটী লৌহময় সেতু আছে। রাজ্যের এক প্রান্ত

হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধা আছে। যখন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন ৬৯ মাইলমাত্র পথ ছিল। এতদ্ব্যতীত নগর মধ্যে বহুসংখ্যক মনোহর ইষ্টকালয়, দীর্ঘিকা প্রভৃতি এই বিভাগ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

সৈন্যব্যূহ।

এই রাজ্যে কর্ণেল হটন সাহেবের আগমনের পূর্ব্বে ৫৮০ জন সৈন্য ছিল। কিন্তু তাহারা নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল, এবং অসজ্জিত থাকিত। কর্ণেল হটন কাপ্তেন হেদায়তালীকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার দ্বারা সৈন্য দিগকে এরূপ সুশিক্ষিত করেন, যে এই সৈন্যদ্বারা ভোটান যুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ

সাহায্য প্রাপ্ত হন। এই সময়ে পদাতিক সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৭০০ শত করা হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদ্বারা সহায়তা করিবেন, এই বন্দোবস্তে ভোটান যুদ্ধের পর সৈন্য সংখ্যা ন্যূন করিয়া, ৮০ জন মাত্র রাখা হয়। ইহার অধিকাংশ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কএক জন অশ্বারোহীও আছে। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট দত্ত দুইটী কামান ও অপর কএকটী কামান আছে।

সংবাদাদি প্রচলন।

ভোটান যুদ্ধের সময় এখানে একটী টেলিগ্রাফ্ (তাড়িৎবার্ত্তার) আফিস সংস্থাপিত হয়। যুদ্ধাবসানে আফিসটী উঠিয়া যায় নাই। মহা-

রাজ লাভ ও ক্ষতির $\frac{২}{৩}$ অংশ বহন করিবেন, এই নিয়মে আফিসটীর কার্য্য চলিতেছে। রাজধানীতে একটী পোষ্টাফিশ (ডাকঘর), এবং মফঃস্বলে ৫টী শাখা পোষ্টাফিশ আছে। রাজকীয় কর্ম্মকারকগণ সার্ব্বিস (সরকারী) ষ্ট্যাম্প (ডাক) টীকেট্ ব্যবহারেব ক্ষমতা পাইয়াছেন; সুতরাং থানার ডাক এখন উঠিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত।